মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০

গবেষণা বিভাগ
অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং farida.parveen@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৩.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭৮৬.৮৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় বেশি। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধি মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।* নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩০.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।
- মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬৩৫.৭৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৯১ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ বেসরকারি এবং সরকারি উভয় খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়।*
- বেসরকারি খাতে ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৩৭ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে, বিশেষ করে শিল্প ও সেবা খাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জোরালোভাবে বৃদ্ধি পায়নি বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৮.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৪০.৫৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২১.১৮ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.৫০ শতাংশের তুলনায় বেশি। *নীট্ বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে নতুন করে কতিপয় পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের কারণে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য, সুদ হার ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৭৫.০৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৩৫২৮.১৮ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ২০৩১.৫৯। *বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের পাশাপাশি CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে।*
- আমানতের ও আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৫৪ শতাংশ ও ৭.৬১ শতাংশ। *বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*
- গড় মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২০ শেষেও সেপ্টেম্বর'২০ শেষের ৫.৬৯ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে। অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২০ শেষে দাঁড়ায় ৫.২৯ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ছিল ৫.৯৭ শতাংশ। *মূলতঃ খাদ্য মূল্যস্ফীতির হ্রাস পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ভুমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক খাত

- ডিসেম্বর'২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান সেপ্টেম্বর'২০ শেষের ৮৪.৮৪ টাকা থেকে শতকরা ০.০১ ভাগ উপচিতি (Appreciation) হয়ে ৮৪.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। *আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মূলতঃ আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডলার ক্রয়ের কারণে ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৬.৫৩ শতাংশ ও ৩.৮৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯০৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। *কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বব্যাপী লক-ডাউন পরিস্থিতিতে চাহিদা কমে যাওয়ায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কম হয়।*
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৪.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৪৯০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.১৭ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৭.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬২৩২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current Account Balance) উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৭৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়কালে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ৩০৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।
- ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩১৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রায় ৮.০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারায় কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.০০[স] শতাংশ যার বিপরীতে ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৯১ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১১.৫ শতাংশ যার বিপরীতে ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৩৭ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৪০ শতাংশ এর বিপরীতে ডিসেম্বর'২০ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৯ শতাংশ। সেপ্টেম্বর'২০ শেষের তুলনায় খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেলেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সূত্রে ডিসেম্বর'২০ শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২০ এর ন্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ ও রপ্তানি আয় হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৪২৬২.০৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭৮৬.৮৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৩.৮২ শতাংশ ও ৩.৪০ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহ এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ৩.৭৮ শতাংশ এবং তলবি আমানত ৯.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ০.৯২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় বেশি। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধি মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.০৪ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

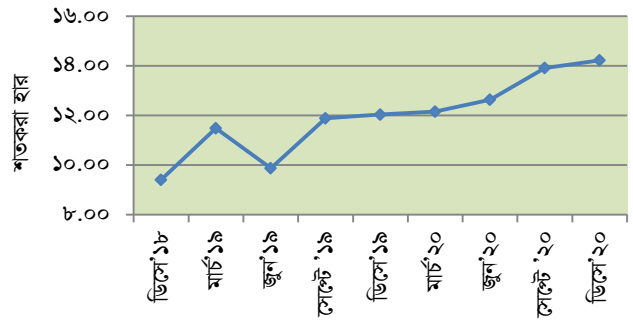

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

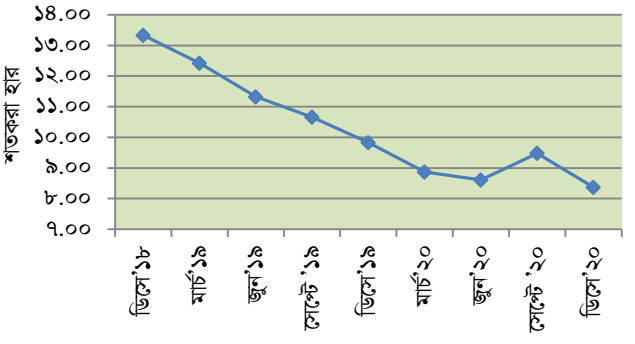

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৩৩২৯.৫৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬৩৫.৭৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১.৯৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি

স = সংশোধিত।

দাঁড়িয়েছে ৯.৯১ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ শতাংশের তুলনায় কম। মূলতঃ বেসরকারি এবং সরকারি উভয় খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল শতাংশ ১৪.৮৩। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষের তুলনায় ০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১২.৮৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৫.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২১.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৫৯.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৫.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৪৪ শতাংশ এবং ৩.৫৯ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৩৭ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। মূলতঃ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে, বিশেষ করে শিল্প ও সেবা খাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জোরালোভাবে বৃদ্ধি পায়নি বলে প্রতীয়মান হয়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৮৩ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষের ৮৪.৮৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৮৩.৭০ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৭.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৬৯.৭৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ১১.৩৮ শতাংশ এবং ১.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩০.২২ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১২.৫০ শতাংশের তুলনায় বেশি। মূলতঃ ডিসেম্বর'১৯ এর তুলনায় ডিসেম্বর'২০ শেষে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয়ের হ্রাস নীট বৈদেশিক সম্পদের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৫৬ শতাংশ।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

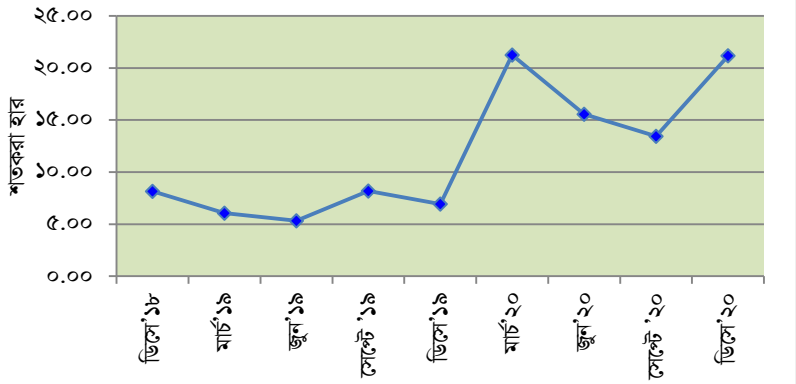

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৮০৮.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৪০.৫৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১.২৯ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২০ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২১.১৮ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.৫০ শতাংশের তুলনায় বেশি। নীট্ বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে নতুন করে কতিপয় পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের কারণে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৯৩ শতাংশ (চিত্র-৩)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-)

[১] accrued interest সহ

৩২৭.৯১ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে (-) ৩৭১.২৭ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩১৩৬.১৩ বিলিয়ন টাকা থেকে ৮.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪১১.৮১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৮৯.২২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৭১.০৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৯৬.১৮ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৬৩.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২। তারল্য পরিস্থিতি

ডিসেম্বর'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৭৫.০৩ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ২৮০৪.৮৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭০.৫৬ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ১০১৪.৪০ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৫.৫২ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৫৫.৭৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৩.৯২ শতাংশ) (চিত্র-৫)। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের পাশাপাশি CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৫২৮.১৮ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৪ঃ মোট তরল সম্পদ

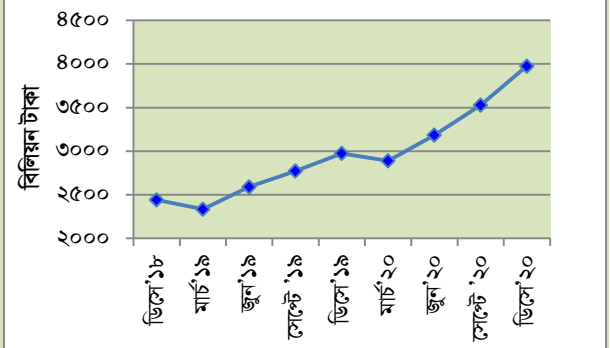

চিত্র-৫ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২০)

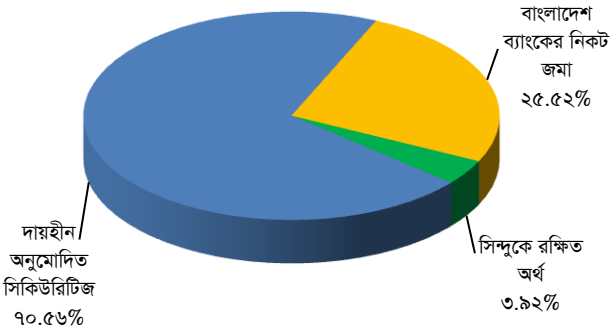

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

ডিসেম্বর'২০ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৫৪ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৪.৭৯ শতাংশ ও ৫.৭০ শতাংশ (চিত্র-৬)। অপরদিকে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৬১ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৭.৭৯ শতাংশ এবং ৯.৬৮ শতাংশ (চিত্র-৭)। বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আগামের সুদ হার হ্রাসের তুলনায় আমানতের সুদ হার বেশি হ্রাস পাওয়ায় এ সময়ে সুদ হার ব্যবধান (Spread) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০৭ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে ছিল ৩.০০ শতাংশ।

চিত্র ৬-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

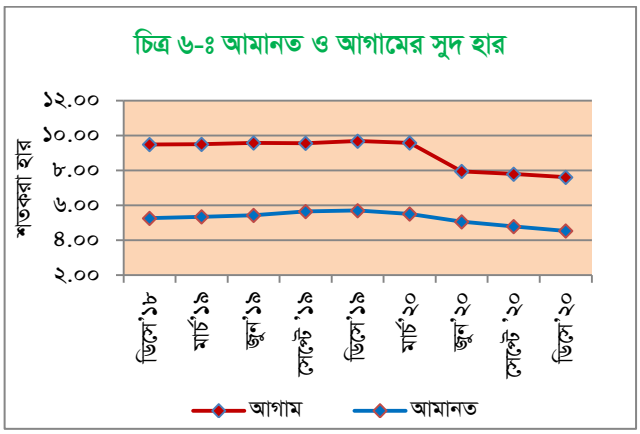

৪। মূল্যস্ফীতি

- গড় মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২০ শেষেও সেপ্টেম্বর'২০ শেষের ৫.৬৯ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে। অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২০ শেষে দাঁড়ায় ৫.২৯ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ছিল ৫.৯৭ শতাংশ।
- গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭৭ শতাংশ ও ৫.৫৬ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৭১ শতাংশ ও ৫.৬৬ শতাংশ।
- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৩৪ শতাংশ ও ৫.২১ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.৫০ শতাংশ ও ৫.১২ শতাংশ।

চিত্র-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

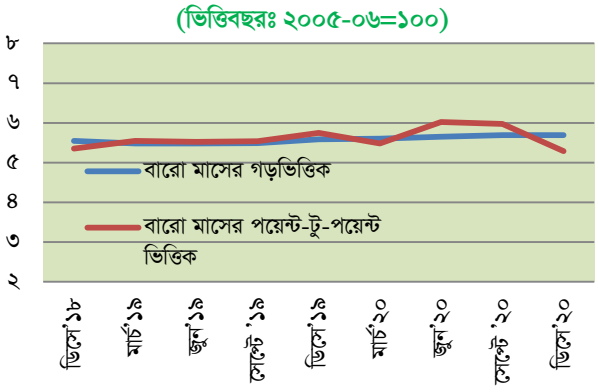

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২৫০৬.৪৬ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৯৭২.৩৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৪৬৫.৮৭ বিলিয়ন টাকা কম। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার সেপ্টেম্বর'২০ শেষের ২.৮৭ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২০ শেষে ১.৭৯ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০৭ দিন মেয়াদি ০.০৫ বিলিয়ন টাকার ০৪টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৪.৮৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৩৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০৪ দিন মেয়াদি ৭৭.০৩ বিলিয়ন টাকার ১৬৩টি, ০৭ দিন মেয়াদি ২৪৮.৫১ বিলিয়ন টাকার ৫৪৭টি, এবং ২৮ দিন মেয়াদি ৪.১৯ বিলিয়ন টাকার ০৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৮৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮৫.০০ বিলিয়ন টাকার ২৫৭টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৩৪২.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৩০.৮০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র

গৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১১.২০ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ২০৮.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮৪.৭১ বিলিয়ন টাকার ৩৬১টি দরপত্র গৃহীত হয়। অবশিষ্ট ২৩.৭৯ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২২৯.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১৯.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৩.২৮৪২ শতাংশ থেকে ৭.২০৭৭ শতাংশ এবং ৩.৬৪০০ শতাংশ থেকে ৮.৯৪০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৯৫.১৯ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয় নি। ফলে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

৬। বিনিময় হার পরিস্থিতি

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষের ৮৪.৮৪ টাকা থেকে শতকরা ০.০১ ভাগ উপচিতি হয়ে ৮৪.৮০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মূলতঃ আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডলার ক্রয়ের কারণে ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.১২ ভাগ উপচিতি হয়। ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪.৯০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ২৮৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে নাই। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ২৬২৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ২০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৮৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৮৭৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

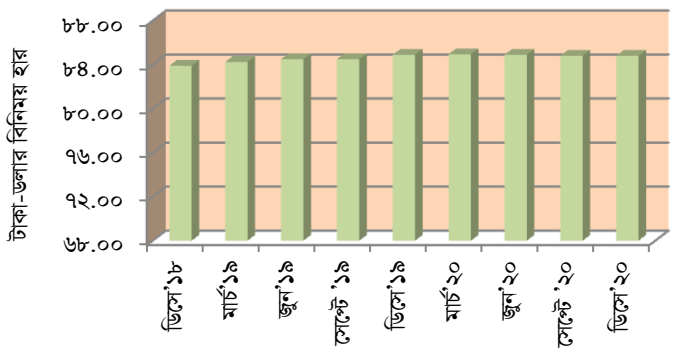

(খ) প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর, ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষের ১১০.১১ থেকে ০.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১০.৪৮ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২.৫৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.৯৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৭। বৈদেশিক খাত

রপ্তানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৬.৫৩ শতাংশ ও ৩.৮৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯০৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বব্যাপী লক-ডাউন পরিস্থিতিতে চাহিদা কমে যাওয়ায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কম হয়।

আমদানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৪.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৪৯০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.১৭ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৭.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬২৩২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP) ঃ রপ্তানি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current Account Balance) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় উদ্বৃত্তের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে ৭৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট্) এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (MLT) বৃদ্ধির ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) ৩০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। ফলে আলোচ্য সময়কালে সার্বিকভাবে দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩০৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।

৮। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামলূক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩১৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৮.০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৩৯৩১৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৭.৯ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩২৬৮৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৫.৪ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫, ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪১৪২.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

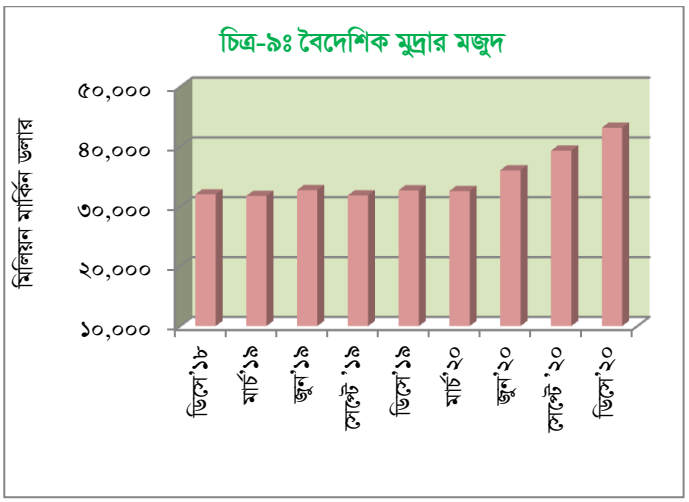

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- পুনঃতফসিল/এককালীন এক্সিটের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগগ্রহীতা কর্তৃক তার ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধের জন্য প্রদত্ত মেয়াদের যে অংশ ০১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে পড়বে শুধুমাত্র সে অংশ deferred (এককালীন এক্সিটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৮০ দিন) হিসেবে বিবেচিত হবে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে জড়িত প্রতিষ্ঠানসহ সামগ্রিকভাবে দেশে কার্যরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে দেশীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি বিদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধাসমূহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-তে অবস্থিত 'এ', 'বি' ও 'সি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রণোদনার অর্থ বেজা/বেপজা/হাই-টেক পার্কে অবস্থিত 'এ' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবে আকলনের নিমিত্ত সাধারণ প্রাধিকার জ্ঞাপন করা হয়েছে।
- সরকার ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং পরিবার সঞ্চয়পত্র তিনটি স্কিমের বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়াগের উর্ধ্বসীমা একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা অথবা যৌথ নামে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ৩টির বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়াগের উর্ধ্বসীমা ১ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- দেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে শরীয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের পথ সম্প্রসারণ ও সুগম করার লক্ষ্যে শরীয়াহ ভিত্তিক বিনিয়াগে চুক্তির আওতায় সরকার কর্তৃক সুকুক ইস্যুর লক্ষ্যে ''বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক গাইডলাইন, ২০২০'' প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ৪০ বিলিয়ন টাকার ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক ইস্যু হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নিমিত্তে সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধন ঋণের পাশাপাশি মেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত সেকেন্ড স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি-২) শীর্ষক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় সুদ হার অংশগ্রহণকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০২ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ০৬ শতাংশ হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক অবস্থানে ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	জুন	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২০	২০২০	২০২০	২০১৯	২০১৯	২০১৮	সেপ্টেম্বর'২০ এর	জুন'২০ এর	সেপ্টেম্বর'১৯ এর	ডিসেম্বর'১৯ এর	ডিসেম্বর'১৮ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'২০	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২০	তুলনায় ডিসেম্বর'১৯	তুলনায় ডিসেম্বর'২০	তুলনায় ডিসেম্বর'১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৫৬৯.৭৭	৩৩১১.৫৮	২৯৭৩.৩৬	২৭৪১.২৬	২৭১২.৭৮	২৬৪৭.০০	২৫৮.১৯	৩৩৮.২২	২৮.৪৮	৮২৮.৫১	৯৪.২৬
							(৭.৮০)	(১১.৩৮)	(১.০৫)	(৩০.২২)	(৩.৫৬)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১১২১৭.০৭	১০৯৫০.৪৭	১০৭৬৩.৯৯	১০২০৩.১০	৯৮০৬.০৩	৮৯০৬.৬১	২৬৬.৬০	১৮৬.৪৮	৩৯৭.০৭	১০১৩.৯৭	১২৯৬.৪৯
							(২.৪৩)	(১.৭৩)	(৪.০৫)	(৯.৯৪)	(১৪.৫৬)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৩৬৩৫.৭৬**	**১৩৩২৯.৫৯**	**১৩০৭৬.৩৭**	**১২৪০৫.৯৯**	**১১৮৩২.২৬**	**১০৮০৩.৫০**	৩০৬.১৭	২৫৩.২২	৫৭৩.৭৩	১২২৯.৭৭	১৬০২.৪৯
							(২.৩০)	(১.৯৪)	(৪.৮৫)	(৯.৯১)	(১৪.৮৩)
i) সরকারি খাত (নীট)	১৯১২.৮৩	১৯০৪.৯৯	১৮১১.৫১	১৫৬৮.৬১	১৪০৭.৮২	৯৮১.৫২	৭.৮৪	৯৩.৪৮	১৬০.৭৯	৩৪৪.২২	৫৮৭.০৯
							(০.৪১)	(৫.১৬)	(১১.৪২)	(২১.৯৪)	(৫৯.৮১)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩০৯.৯০	২৯৩.৭৮	২৯২.১৫	৩০৫.৮৬	২৫৭.৪৭	২৩৩.৪৭	১৬.১২	১.৬৩	৪৮.৩৯	৪.০৪	৭২.৩৯
							(৫.৪৯)	(০.৫৬)	(১৮.৭৯)	(১.৩২)	(৩১.০১)
iii) বেসরকারি খাত	১১৪১৩.০৩	১১১৩০.৮	১০৯৭২.৭	১০৫৩১.৫২	১০১৬৬.৯৭	৯৫৮৮.৫১	২৮২.২১	১৫৮.১১	৩৬৪.৫৫	৮৮১.৫১	৯৪৩.০১
							(২.৫৪)	(১.৪৪)	(৩.৫৯)	(৮.৩৭)	(৯.৮৩)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৪১৮.৬৯	-২৩৭৯.১২	-২৩১২.৩৮	-২২০২.৮৯	-২০২৬.২৩	-১৮৯৬.৮৯	-৩৯.৫৭	-৬৬.৭৪	-১৭৬.৬৬	-২১৫.৮০	-৩০৬.০০
							(১.৬৬)	(২.৮৯)	(৮.৭২)	(৯.৮০)	(১৬.১৩)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৪৭৮৬.৮৪**	**১৪২৬২.০৫**	**১৩৭৩৭.৩৫**	**১২৯৪৪.৩৬**	**১২৫১৮.৮১**	**১১৫৫৩.৬১**	৫২৪.৭৯	৫২৪.৭০	৪২৫.৫৫	১৮৪২.৪৮	১৩৯০.৭৫
							(৩.৬৮)	(৩.৮২)	(৩.৪০)	(১৪.২৩)	(১২.০৪)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩৩৬৩.৮৪	৩২৫৫.৪৫	৩২৮২.৬৪	২৭৫৯.৩৯	২৭০৮.২১	২৫৫৪.৫৬	১০৮.৩৯	-২৭.১৯	৫১.১৮	৬০৪.৪৫	২০৪.৮৩
							(৩.৩৩)	-(০.৮৩)	(১.৮৯)	(২১.৯১)	(৮.০২)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৮৭৪.৬৩	১৮৯১.৯৮	১৯২১.১৫	১৫৬৫.৮৩	১৫৭৯.০৮	১৪৪৬.৭৯	-১৭.৩৫	-২৯.১৭	-১৩.২৫	৩০৮.৮০	১১৯.০৪
							-(০.৯২)	-(১.৫২)	-(০.৮৪)	(১৯.৭২)	(৮.২৩)
ii) তলবি আমানত	১৪৮৯.২১	১৩৬৩.৪৭	১৩৬১.৪৯	১১৯৩.৫৬	১১২৯.১২	১১০৭.৭৭	১২৫.৭৪	১.৯৮	৬৪.৪৪	২৯৫.৬৫	৮৫.৭৯
							(৯.২২)	(০.১৫)	(৫.৭১)	(২৪.৭৭)	(৭.৭৪)
খ) মেয়াদি আমানত	১১৪২৩.০০	১১০০৬.৬	১০৪৫৪.৭	১০১৮৪.৯৭	৯৮১০.৬১	৮৯৯৯.০৫	৪১৬.৪০	৫৫১.৮৯	৩৭৪.৩৬	১২৩৮.০৩	১১৮৫.৯২
							(৩.৭৮)	(৫.২৮)	(৩.৮২)	(১২.১৬)	(১৩.১৮)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩০৪০.৫৪	২৮০৮.২২	২৮৪৪.৮৩	২৫০৯.১২	২৪৭১.৮৮	২৩৪৬.৫৮	২৩২.৩২	-৩৬.৬১	৩৭.২৪	৫৩১.৪২	১৬২.৫৪
							(৮.২৭)	-(১.২৯)	(১.৫১)	(২১.১৮)	(৬.৯৩)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৪১১.৮১	৩১৩৬.১৩	২৮৬০.৪১	২৫৯১.১৩	২৫৪৬.০৮	২৪৭৬.৯২	২৭৫.৬৮	২৭৫.৭২	৪৫.০৫	৮২০.৬৮	১১৪.২১
							(৮.৭৯)	(৯.৬৪)	(১.৭৭)	(৩১.৬৭)	(৪.৬১)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৩৭১.২৭	-৩২৭.৯১	-১৫.৫৮	-৮২.০১	-৭৪.২০	-১৩০.৩৪	-৪৩.৩৬	-৩১২.৩৩	-৭.৮১	-২৮৯.২৬	৪৮.৩৩
							(১৩.২২)	(২০০৪.৭০)	(১০.৫৩)	(৩৫২.৭১)	-(৩৭.০৮)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১৩.১৪	১২১.৮৭	৪২১.১৭	৩৪৪.৩৮	২৮৯.০৮	২১০.৬৭	-১০৮.৭৩	-২৯৯.৩০	৫৫.৩০	-৩৩১.২৪	১৩৩.৭১
সরকারের গৃহীত নীট ঋণ							-(৮৯.২২)	-(৭১.০৬)	(১৯.১৩)	-(৯৬.১৮)	(৬৩.৪৭)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪৩১৬৪.০০	৩৯৩১৪.০০	৩৬০৩৭.০৩	৩২৬৮৯.২০	৩১৮৩১.৯০	৩২০১৬.২৫					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৩৯৭৫.০৩	৩৫২৮.১৮	৩১৮৪.৪০	৩২৬৮৯.২০	২৭৭৪.৩৫	২৪৪১.৬৬					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	২৮০৪.৮৭	২৬১৭.১৬	২২৬৩.৪৩	২০৩১.৫৯	১৮৮৮.১৪	১৫৪৬.১০					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৪.৮০	৮৪.৮৪	৮৪.৮৫	৮৪.৯০	৮৪.৫০	৮৩.৯০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১০.৪৮*	১১০.১১	১১২.৯৯	১০৯.৪৯	১১১.৬৬	১০৭.৫৬					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৬৯	৫.৬৯	৫.৬৫	৫.৫৯	৫.৪৯	৫.৫৫					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।